সুদৃঢ় বিশ্বাস ও মহান আল্লাহর উপর ভরসা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম।

আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছঃ সুদৃঢ় বিশ্বাস ও মহান আল্লাহর উপর ভরসা।

হাদীস নং ৭৪ (রিয়াদুস সালেহীন)

ইবনে আব্বাস(রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল(সাঃ) বলেছেনঃ আমার কাছে উম্মতদের পেশ করা হল। এরপর আমি একজন নবীকে একটি ছোট দলসহ দেখলাম। কয়েকজন নবীকে একজন দুইজন ব্যক্তিসহ দেখলাম। আরেকজন নবীকে দেখলাম , তাঁর সঙ্গে কেউ নেই। হঠাৎ করে আমাকে একটি বিরাট দল দেখানো হল। আমি ভাবলাম এরা হয়তো আমার উম্মাত হবে। আমাকে বলা হল মূসা(আঃ) ও তাঁর উম্মাত। তবে আপনি আকাশের কিনারার দিকে তাকিয়ে দেখুন। আমি দেখলাম, সেখানে বিরাট একটি দল। আবার আমাকে বলা হল, আকাশের অপর কিনারার দিকে তাকিয়ে দেখুন। আমি দেখলাম সেখানেও বিরাট দল। এরপর আমাকে বলা হল এসব আপনার উম্মাত। আর তদের সাথে ৭০ হাজার ব্যক্তি বিনা হিসেবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ইবনে আব্বাস(রাঃ) বলেন, এরপর রাসুলুল্লাহ(সাঃ) সেখান হতে উঠে তাঁর হুজরায় চলে গেলেন। এ সময় সাহাবায়ে কিরাম এসব ব্যক্তির ব্যপারে আলোচনা করতে লাগলেন, যারা বিনা হিসাবে

বিনা আযাবে জান্নাতে যাবেন। কেউ বললেন, বোধ হয় তারা এসব ব্যক্তি হবে, যারা রাসুলুল্লাহ(সাঃ) এর সহবত লাভ করেছেন অর্থাৎ সাহাবীগণ। কেউ বললেন, তারা হয়তো এসব ব্যক্তি হবে যারা ইসলামের অবস্থায় জন্মলাভ করেছেন। আর তাঁরা আল্লাহর সাথে শিরক্ করেননি। এরূপে সাহাবায়ে কিরাম আলোচনা করছিলেন। এমন সময় রাসুলুল্লাহ(সাঃ) বের হয়ে এসে বললেনঃ "তোমরা কোন ব্যপারে আলোচনা করছ?" তাঁরা তখন তাঁকে বিষয়টা জানালেন। এরপর রাসুলুল্লাহ(সাঃ) বললেনঃ " তারা হচ্ছে এসব ব্যক্তি যারা তন্ত্র মন্ত্র করেনা এবং করায়ও না। আর তারা কোন কিছুকে শুভ ও অশুভ লক্ষণ হিসাবে গ্রহণ করে না এবং তারা তাদের একমাত্র রব আল্লাহর উপরই নির্ভর করে। একথা শুনে উক্কাশা ইবনে মুহসিন (রাঃ) বললেন, আপনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের শামিল করেন। তিনি বললেন,"তুমি তাদের শামিল"। এরপর আরেকজন উঠে বললেন, আল্লাহর কাছে দু'আ করুন যেন আমাকেও তিনি তাদের শামিল করেন। তিনি বললেনঃ "উক্কাশা এ ব্যপারে তোমার ওপর অগ্রগামী হয়েছে।" (বুখারী- ৫৭০৫, ৩৪১০,৫৭৫২, ৬৪৭২,৬৫৪১, ২২০,তিরমিজী- ২৪৪৬, আহামদ- ২৪৪৪)

হাদীস নং ৭৮ (রিয়াদুস সালেহীন)

জাবির(রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম(সাঃ) এর সাথে নাজ্দের দিকে কোন এক স্থানে জিহাদ করেছেন। এরপর রাসুলুল্লাহ(সাঃ) যখন ফিরে এলেন তখন তিনিও তাঁদের সাথে

ফিরে এলেন। দুপুরে তারা সকলেই এমন এক প্রান্তরে এসে হাজির হলেন যেখানে অনেক কাঁটাওয়ালা গাছ-পালা ছিল। রাসুলুল্লাহ(সাঃ) সেখানে অবতরণ করলেন। জনতা গাছের ছায়ার সন্ধানে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লেন। রাসুলুল্লাহ(সাঃ) একটি বাবলা গাছের ছায়ায় অবতরণ করে তাঁর তোলোয়ারখানি গাছে লটকিয়ে রাখলেন। আমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ রাসুলুল্লাহ(সাঃ) আমাদের ডাকলেন। সে সময় তার কাছে ছিল এক বেদুঈন। তিনি বললেনঃ এ ব্যক্তিটি আমার ঘুমন্ত অবস্থায়

আমার ওপর আমার তলোয়ার উত্তোলন করেছিল। এরপর আমি জেগে দেখি তার হাতে নাঙ্গা তলোয়ার। সে আমাকে বললঃ কে তোমাকে আমার হাত হতে রক্ষা করবে? আমি তিনবার বললামঃ "আল্লাহ!" রাসুলুল্লাহ(সাঃ) তাকে কোন শাস্তি দিলেন না এবং বসে পড়লেন। (বুখারীঃ ২৯১০, ২৯১৩,৪১৩৫, ৪১৩৭,৪১৩৯,

আহামদ- ১৩৯২৫, ১৪৫১১,১৪৭৬৮)

অপর এক বর্ণনায় আছেঃ জাবির(রাঃ) বলেন- আমরা 'যাতুর রিকা' নামক লড়াইয়ে রাসুলুল্লাহ(সাঃ) এর সঙ্গে ছিলাম। এরপর আমরা যখন ছায়াদানকারী গাছের কাছে এলাম, তখন আমরা গাছটি রাসুলুল্লাহ(সাঃ) এর আরামের জন্য ছেড়ে দিলাম। এরপর এক মুশরিক ব্যক্তি এলো। তখন রাসুলুল্লাহ(সা) এর তলোয়ারটি গাছের সাথে লটকানো ছিল। ব্যক্তিটি তলোয়ারটি খুলে নিয়ে বলল, আপনি আমাকে ভয় করেন? তিনি বললেন 'না'। সে আবার বলল, তবে আমার হাত হতে আপনাকে কে হেফাজত করবে? তিনি বললেন আল্লাহ।

আর আবু বকর ঈসমাইলী (রহঃ) তাঁর সহীহ কিতাবে যে বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন তাতে বলা হয়েছেঃ মুশরিকটি বলল, কে আপনাকে আমার হাত হতে রক্ষা করবে? তিনি বললেনঃ 'আল্লাহ'। এরপর তার হাত হতে তলোয়ারটি পড়ে গেল। রাসুলুল্লাহ(সাঃ) তলোয়ারটি তুলে নিয়ে বললেনঃ কে তোমাকে আমার হাত হতে হেফাজত করবে? সে বললঃ 'আপনি সর্বোত্তম ধারণকারী হয়ে যান'। অর্থাৎ আপনি আমাকে হেফাজত করুন। তিনি বললেনঃ "তুমি সাক্ষী দাও, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসুল"। সে বলল, 'না' (আমি এ স্বীকারোক্তি করি না।) তবে আমি আপনার সাথে অঙ্গীকার করছি, আমি আপনার সাথে লড়াই করব না এবং যারা আপনার সাথে লড়াই করবে তাদেরও সহযোগীতা করবো না। এরপর তিনি তাকে মুক্তি দিলেন। এরপর মুশরিকটি তার সঙ্গীদের কাছে গিয়ে বললঃ আমি সর্বোত্তম মানুষটির কাছ হতে তোমাদের কাছে এসেছি।